দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 03 APR 1997
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিরোধিতা

# প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর ওপর বিশ্বব্যাংকের একচেটিয়া খবরদারি প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে

মোস্তফা ফিরোজ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিরোধিতা সত্ত্বেও সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর ওপর বিশ্বব্যাংকের একচেটিয়া খবরদারি প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে 'প্রোগ্রাম এ্যাপ্রোচ' নামক একটি নীতিমালা নেয়া হচ্ছে। এর আওতায় সরকারকে বিশ্বব্যাংক ও দাতা সংস্থাগুলোর অনুমোদন নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত সকল পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

সূত্র জানায়, জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)'র সাম্প্রতিক এক বৈঠকে প্রস্তাবিত 'প্রোগ্রাম এ্যাপ্রোচ' নীতিমালা উত্থাপিত হলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এর বিরোধিতা করা হয়। শিক্ষামন্ত্রী এ এইচএসকে সাদেক এ সম্পর্কে বলেন, বিশ্বব্যাংক একবার যদি এ নীতি প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীতে আরোপ করতে সক্ষম হয়, তাহলে তারা পরে শুধু এতে সীমাবদ্ধ না থেকে অন্যান্য সেক্টরে বিস্তারের প্রচেষ্টা চালাবে।

তিনি আরও বলেন, প্রস্তাবিত প্রোগ্রাম এ্যাপ্রোচ নেয়ার ফলে প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীতে তাদের সাহায্যের পরিমাণ ১২০ থেকে ২২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়াতে পারে, যা প্রকল্পভিত্তিক এ্যাপ্রোচের তুলনায় তেমন বেশি নয়। এ পরিমাণ সাহায্যের জন্য প্রোগ্রাম এ্যাপ্রোচের সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ হবার যৌক্তিকতা নেই বলে তিনি মন্তব্য করেন। শিক্ষামন্ত্রী উল্লেখ করেন, এটি গ্রহণ করা হলে রাজস্ব বাজেটের আওতায় সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা সীমিত হয়ে পড়বে। অথবা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হতে পারে।

সূত্র জানায়, পরিকল্পনা কমিশন বিশ্বব্যাংকের এ প্রস্তাব সম্পর্কে একনেক বৈঠকে জানায় যে, বিশ্বব্যাংকের অঙ্গ সংস্থা আইডিএ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের বিষয়ে প্রোগ্রাম এ্যাপ্রোচ নীতি অনুসরণের প্রস্তাব করেছে। প্রস্তাবিত প্রোগ্রাম এ্যাপ্রোচ অনুযায়ী দেশে প্রাথমিক শিক্ষা সাব-সেক্টরের সামগ্রিক কর্মসূচীর বিষয়ে সরকারকে আইডিএ-এর সঙ্গে একমত হতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার সংক্রান্ত নীতি, কর্মসূচী, মৌল বিষয়াবলী, উন্নয়ন এবং রাজস্ব খাতে গৃহীত কর্মসূচী বাস্তবায়ন, পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সকল বিষয় আইডিএ-এর সঙ্গে ঐকমত্যে উপনীত হতে হবে। প্রতিবছর এ বিষয়ে একটি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। পূর্ববর্তী বছরে অর্জিত অগ্রগতি ও অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশ সরকার এবং আইডিএসহ সাহায্যদাতা গোষ্ঠীর মধ্যে পর্যালোচনার ভিত্তিতে প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর আকার ও কর্মসূচী নির্ধারিত হবে।

সূত্র জানায়, অর্থমন্ত্রী বৈঠকে প্রস্তাবিত প্রোগ্রাম এ্যাপ্রোচ সমর্থন করে বলেন যে, এতে সম্মত না হলে বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংস্থা সাহায্য দেয়া থেকে পিছিয়ে যেতে পারে। ফলে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সাহায্য না পাবার পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। বিশ্বব্যাংকের এই প্রোগ্রাম এ্যাপ্রোচকে সমর্থন করে বৈঠকে ইআরডি সচিব এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব বক্তব্য রাখেন। পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ডঃ মহী উদ্দীন খান আলমগীর প্রোগ্রাম এ্যাপ্রোচটি আরও ভালভাবে পরীক্ষা-নীরিক্ষা ও এতে বিশ্বব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন আছে কিনা তা জানার জন্য পরামর্শ দেন। তবে নীতিগতভাবে এটি গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সকল সেক্টরে এই প্রোগ্রাম এ্যাপ্রোচ গ্রহণ করা হবে না বলে বৈঠকে জানানো হয়।